উত্তরপ্রদেশের চেয়ে ঢের উন্নত বাংলার চিকিৎসা ব্যবস্থা : কাফিল

■ 'দেশ বাঁচাও গণমঞ্চে'র উদ্যোগে কনভেনশনে দোলা সেন, ফণীগোপাল ভট্টাচার্য, প্রতুল মুখোপাধ্যায়, কাফিল খান, পূর্ণেন্দু বসু, ডা. অরিন্দম বিশ্বাস, শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত, সিদ্ধার্থ গুপ্ত, অনিল সাহা ও দেবপ্রিয় মল্লিক। —সায়ন্তন ঘোষ

স্টাফ রিপোর্টার: উত্তরপ্রদেশের চেয়ে এগিয়ে বাংলা। যোগী আদিত্যনাথের তুলনায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে কয়েক যোজন এগিয়ে রাখলেন ডা. কাফিল খান।

যাঁর জীবন সংগ্রামের কিছুটা অংশ দেখা গিয়েছিল শাহরুখ খানের জওয়ান সিনেমায়। শনিবার মৌলালি যুবকেন্দ্রে দেশ বাঁচাও গণ মঞ্চের উদ্যোগে কনভেনশনে হাজির ছিলেন বাবা রাঘবদাস মেডিক্যাল কলেজের হাসপাতালের এনসেফেলাইটিস ওয়ার্ডের এই প্রাক্তন চিকিৎসক। নিজের পকেটের টাকা দিয়ে যিনি অক্সিজেন সিলিন্ডার কিনে প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন অগুনতি শিশুর। তাতে মেলেনি পুরস্কার। যোগী আদিত্যনাথের সরকার তাঁকে হাসপাতাল থেকে সরিয়ে দিয়েছিল।

বিগত ছ'বছরে তিনবার জেল খেটেছেন তিনি। ডা. কাফিল খানের কথায়, "যোগী আদিত্যনাথের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কোনও শত্রুতা নেই। আমরা দুজনেই গোরখপুরের বাসিন্দা।" তবু কেন বারবার জেল? ডা. কাফিল খানের দাবি, "অসংখ্য প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ উত্তরপ্রদেশ সরকার। নির্বাচনের আগে সে সব প্রশ্ন উঠলেই সরকার বেকায়দায় পড়ে। তখন হিন্দু-মুসলিম বিভাজনের খেলা খেলতে নামে। আমায় জেলে পুরে দেয়।" সম্প্রতি আর জি করের তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুর ঘটনার পর রাস্তায় নেমে আন্দোলন করছেন একদল চিকিৎসক। আর জি করের প্রতিবাদে মিটিং, মিছিল, কর্মবিরতি কিছুই বাদ যায়নি। যদিও সেই আন্দোলনের সারবত্তা খুঁজে পাচ্ছে না, 'দেশ বাঁচাও গণ মঞ্চ।' ডা. দেবপ্রিয় মল্লিক, ডা. অরিন্দম বিশ্বাস, ডা. অনিল সাহা, ডা. সিদ্ধার্থ গুপ্তরা বলেছেন, চিকিৎসকদের এই আন্দোলনে জনস্বাস্থ্যের কোনও দাবি নেই। স্রেফ ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করতেই তাদের দাবি ঘুরপাক খাচ্ছে। প্রবীণ চিকিৎসক ডা. দেবপ্রিয় মল্লিক জানিয়েছেন, বাম আমলে জনস্বাস্থ্যের দাবি নিয়ে রাস্তায় নেমেছিলেন ডাক্তাররা। আটের দশকে বামফ্রন্ট সরকার পুলিশ দিয়ে সেই আন্দোলন দমিয়েছিল। আর এখন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ডাক্তারদের ধরনামঞ্চে যান। ধন্যবাদ মুখ্যমন্ত্রীকে। তাঁর জন্যেই শাসকের চোখ চোখ রেখে কথা বলার অধিকার পাওয়া গিয়েছে। আর জি করের ঘটনার পর চিকিৎসকদের কর্মবিরতির চূড়ান্ত নিন্দা করেছেন ডা. অরিন্দম বিশ্বাস। তাঁর কথায়, "একজন চিকিৎসক হিসাবে নিজের মাথা নিচু হয়ে যায়। যখন দেখি চিকিৎসকরা কর্মবিরতি করছেন। এরপর রোগীমৃত্যু ঘটলে রোগীর পরিবারের দিকে অভদ্র ব্যবহারের অভিযোগ তোলেন কেউ। চিকিৎসকদের বলব, একবার বুঝুন। ওইরকম অবস্থা আমাদের হলে আমরাও বিরক্ত হব।

মৌলালিতে যখন গণকনভেনশন চলছে তখন অ্যাকাডেমির সামনে রাণুছায়া মঞ্চে 'স্পর্ধার চিৎকার'-এর আয়োজন করা হয়। অন্যদিকে এদিন 'অভয়া মঞ্চে'র তরফে বিক্ষোভ দেখানো হয় ডোরিনা ক্রসিং-এ। অভয়া মঞ্চের তরফে ডা. রাজীব পাণ্ডে জানিয়েছেন, আমাদের দাবি সিবিআইকে অবিলম্বে সম্পূর্ণ চার্জশিট জমা দিতে হবে। যাতে কোনওরকম বিলম্ব ছাড়াই ন্যায়বিচার সম্পন্ন হয়।